মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি

২০১৯-২০ হতে ২০২১-২২

সরকারি অর্থ ও বাজেট
ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯-এর
১১ ধারা অনুযায়ী মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ওয়েব সাইটঃ www.mof.gov.bd

৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ / ১৩ জুন ২০১৯

নীতি বিবৃতি প্রস্তুতে যারা অবদান রেখেছেন

প্রধান উপদেষ্টা	আব্দুর রউফ তালুকদার, অর্থসচিব
সম্পাদকমন্ডলীঃ	রুবীনা আমীন, অতিরিক্ত সচিব
	মো: আজিজুল আলম, অতিরিক্ত সচিব
প্রণয়নকারী কর্মকর্তাবৃন্দঃ	ফারহিনা আহমেদ, যুগ্ম-সচিব
	ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার, যুগ্ম-সচিব
	ড. মোহাম্মদ আলতাফ-উল-আলম, যুগ্ম-সচিব
	আনারুল কবির, উপসচিব
	মোহাম্মদ ফিজনূর রহমান, উপসচিব
	মোহাম্মদ মাহাবুব আলম, সিনিয়র সহকারী সচিব
	ড. মোঃ মতিউর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রধান
	আবদুল মন্নান, সিনিয়র সহকারী প্রধান
	লায়লা জান্নাতুল ফেরদৌস, সহকারী প্রধান
	মিসকাতুল তামান্না, সহকারী প্রধান

সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য অন্তর্ভূক্ত করে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত কিছু তথ্য সাময়িক যা পরবর্তীতে পরিবর্তিত হয়ে থাকতে পারে।

যোগাযোগের ঠিকানা: অতিরিক্ত সচিব, সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

টেলিফোনঃ (+৮৮-০২) ৯৫১১১৬০, ই-মেইলঃ mew@finance.gov.bd
ওয়েবসাইটঃ www.finance.gov.bd

মুখবন্ধ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত করে বাংলাদেশ সফলতার সাথে এবছর ৮ শতাংশের বেশী জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে এবং 'রূপকল্প ২০২১'-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখা বর্তমান সরকারের আরেকটি অনন্য সাফল্য। দারিদ্র্য নিরসন ও আর্থসামাজিক সূচকে আমাদের অর্জন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশ আজ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে 'উন্নয়ন বিস্ময়' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। গত বছর স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের শ্রেণিতে উত্তরণের তিন তিনটি পূর্বশর্ত পূরণ করে। এই অর্জনগুলো আমাদের সুচিন্তিত এবং নিবেদিত কাজের ফলাফল। আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য হল ২০৪১ এর মধ্যে উন্নত অর্থনীতির দেশে পরিণত হওয়া যা আমাদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রাজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থির করেছেন।

আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করেছি এবং এর ফলাফল হিসেবে অর্জিত উচ্চ প্রবৃদ্ধির সুফল সমাজের সকল স্তরের মানুষ ভোগ করছে। মাথাপিছু আয় ১৯০৯ ইউএস ডলারে উন্নীত হয়েছে যা ২০০৬ -এ ছিল ৫৪৩ ডলার। দক্ষ ও শক্তিশালী রাজস্বনীতি এবং সহায়ক মুদ্রানীতি সমন্বিতভাবে পরিচালনার মাধ্যমে সহনীয় মূল্যস্ফীতি, সুদহার হ্রাস, স্থিতিশীল মুদ্রা বিনিময় হার ইত্যাদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকে স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। জাতীয় বাজেট এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকারের ব্যাপক বৃদ্ধি সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিচায়ক। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট **৫ লাখ ২৩ হাজার** কোটি টাকা যা ২০০৫-০৬ সালের বাজেটের চেয়ে ৮ গুণের বেশি। রপ্তানি ও আমদানি উভয় খাতে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্যনীয়। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কর ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট নানাবিধ আইনি এবং প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন করছে।

এমডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য দেশকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। টানা তৃতীয় মেয়াদে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে বর্তমান সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজির সাথে সমন্বয় করে বাজেট বাস্তবায়ন করছে। আনন্দের বিষয় হল যে, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারগুলো সামগ্রিক পরিকল্পনা ও এসডিজির সাথে যথাযথ ভাবে সমন্বিত এবং পরিপূরক। এসডিজি অর্থায়নে প্রয়োজনীয় সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ কত প্রয়োজন হতে পারে তাও এর মধ্যে পরিমাপ করা হয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট মেগা প্রকল্পগুলো চলমান। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ জোরদার করতে নীতি এবং পদ্ধতিগত সংস্কার অব্যাহতভাবে চলছে, পাশাপাশি বহিঃ উৎস থেকে অর্থ ও সম্পদ সংগ্রহ সরকারের অগ্রাধিকার।

‘সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯’ এর ১১ ধারা অনুসরণে ‘মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিঁ বিবৃতি (২০১৯-২০ হতে ২০১২১-২০২২)’ শীর্ষক পলিসি ডকুমেন্টটি মহান জাতীয় সংসদে পেশ করা হল। এ বিবৃতির অধ্যায়সমূহে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণসহ সরকারের কৌশলগত অগ্রাধিকার, অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনা পর্যালোচনা, সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহের মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি, ঋণ সংগ্রহ কৌশল ও ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রাসহ মধ্যমেয়াদে এ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি, এই নীতি-বিবৃতি থেকে জাতীয় সংসদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, গবেষক, ছাত্র-শিক্ষকসহ সকলে উপকৃত হবেন। অর্থ বিভাগের যে সকল কর্মকর্তা নিরন্তর শ্রম ও মেধা দিয়ে এটি প্রণয়ন করেছেন, তাদেরকে সপ্রশংস ধন্যবাদ জানাই ।

(আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি)
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়
চমকপ্রদ প্রবৃদ্ধি

মূল বিবেচ্য বিষয়সমূহ ২
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ২
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৫
- দারিদ্র্য ও অসমতা ৫
- বিনিয়োগ পরিস্থিতি ৮
- বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর ৯
- বৈশ্বিক প্রভাব ১০
- আর্থিক খাতের গতিবিধি ১১
- রোহিঙ্গা মানবিক সংকট ১২
- সুনীল অর্থনীতি ১২

দীর্ঘ মেয়াদী নীতি ও কৌশল ১৩
- ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ১৩
- রূপকল্প ২০৪১ এবং ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ১৪

মধ্য মেয়াদী নীতি ও কৌশলগত লক্ষ্য ১৫
- বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ১৫
- মানবসম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন, ও উৎপাদনশীলতা ১৬
- অবকাঠামোগত উন্নয়ন ১৮
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা ১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়
সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও স্বল্পমেয়াদি প্রক্ষেপণ ২২

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির গতিধারা ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প ২৩
- প্রকৃত খাত ২৩
- রাজস্ব খাত ২৭
- মুদ্রা ও ঋণ খাত ২৯
- বহিঃখাত ৩০

তৃতীয় অধ্যায়
সরকারি ব্যয় এবং খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার

সরকারি খাতে ব্যয়ের চিত্র	৩৬
সরকারি ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প	৩৭
আবর্তক ও মূলধন ব্যয়	৩৮
আবর্তক ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প	৪০
বেতন ও ভাতাদি	৪০
পণ্য ও সেবায় সরকারি ব্যয়	৪১
ভর্তুকি ও হস্তান্তর ব্যয়	৪২
সুদ পরিশোধ	৪৫
মূলধন ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প	৪৬
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয়	৪৭
মধ্যমেয়াদে (২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২) ব্যয়ের খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার	৪৮
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	৪৯
পরিবহন ও যোগাযোগ	৫১
কৃষি	৫৪
শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	৫৭
আইসিটি ও ডিজিটাল বাংলাদেশ	৫৯
স্বাস্থ্য	৬০
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	৬১
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৬৪

চতুর্থ অধ্যায়
রাজস্ব আহরণ ও ঋণ কৌশল

রাজস্ব আহরণের অবস্থান	৬৭
রাজস্ব আদায়ের গতিধারা	৬৮
উৎসভিত্তিক রাজস্ব আহরণ	৭০
এনবিআর কর রাজস্ব	৭১
এনবিআর বহির্ভুত কর রাজস্ব	৭৩
কর বহির্ভূত রাজস্ব	৭৩
২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি (ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত)	৭৫
রাজস্ব খাতে সংস্কার কার্যক্রম	৭৬
মধ্যমেয়াদে রাজস্ব পূর্বাভাস	৭৯
ঘাটতি অর্থায়ন এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা	৮১
ঘাটতি অর্থায়ন	৮১
ব্যাংকিং খাতে ঋণ	৮১

ব্যাংক বহির্ভূত খাতে ঋণ	৮১
বৈদেশিক ঋণ	৮২
ঘাটতি অর্থায়নের গতিধারা	৮৩
মধ্যমেয়াদে অর্থায়নের পূর্বাভাস	৮৪
ঋণ গ্রহণ কৌশল	৮৬
ঋণের আকার	৮৬
ঋণ স্থিতির মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ	৮৭
ঋণধারণ সক্ষমতা	৮৮
ঋণের ব্যয়	৮৮
ঋণের ঝুঁকি	৯০
প্রচ্ছন্ন দায়	৯০

সারণি তালিকা

প্রথম অধ্যায়		পৃষ্ঠা
সারণি ১.১	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কতিপয় সূচকে অগ্রগতি	৩
সারণি ১.২	দারিদ্র্য হার হ্রাসের গতিধারা ও লক্ষ্যমাত্রা	৬
সারণি ১.৩	বিনিয়োগের পরিমাণ (জিডিপি'র শতাংশে)	৯
দ্বিতীয় অধ্যায়		
সারণি ২.১	বৈশ্বিক অর্থনীতি: প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির হার	২৩
সারণি ২.২	চাহিদার দিক থেকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির খাত ভিত্তিক অবদান	২৪
সারণি ২.৩	জিডিপি'র খাত ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি	২৪
সারণি ২.৪	মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (২০১৯-২০ হতে ২০২১-২২)	৩৪
তৃতীয় অধ্যায়		
সারণি ৩.১	কতিপয় দেশের সরকারি ব্যয়/জিডিপি অনুপাত, ২০১৮	৩৬
সারণি ৩.২	সরকারি ব্যয়ের মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা	৩৭
সারণি ৩.৩	সরকারি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি	৩৮
সারণি ৩.৪	মোট সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দ বিভাজন	৩৯
সারণি ৩.৫	মোট সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দ বিভাজন	৪০
সারণি ৩.৬	আবর্তক ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প	৪০
সারণি ৩.৭	বেতন ও ভাতা বাবদ ব্যয়	৪১
সারণি ৩.৮	পণ্য ও সেবা খাতে ব্যয়	৪১
সারণি ৩.৯ক	নগদ ঋণ এবং ভর্তুকি	৪৩
সারণি ৩.৯খ	রাজস্ব প্রণোদনা	৪৪
সারণি ৩.১০	বৃহৎ হস্তান্তর খাতসমূহ	৪৫
সারণি ৩.১১	সরকারি ঋণের উপর সুদ ব্যয়	৪৬
সারণি ৩.১২	মূলধন ব্যয় ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প	৪৬
সারণি ৩.১৩	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন	৪৮
সারণি ৩.১৪	খাতভিত্তিক ব্যয় (অর্থবছর ২০১৭-২০২২)	৬৬
চতুর্থ অধ্যায়		
সারণি ৪.১	রাজস্ব আহরণে তুলনামূলক চিত্র	৬৮
সারণি ৪.২	রাজস্ব আহরণ (২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	৬৯
সারণি ৪.৩	রাজস্ব আদায়ে উৎস ভিত্তিক অবদান	৭১
সারণি ৪.৪	এনবিআর কর রাজস্বের উৎসসমূহ	৭২
সারণি ৪.৫	কর বহির্ভুত রাজস্বের উৎসসমূহ	৭৪
সারণি ৪.৬	২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি	৭৬
সারণি ৪.৭	রাজস্ব আহরণের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ	৭৯

সারণি ৪.৮	এনবিআর করের উৎসসমূহের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ	৮০
সারণি ৪.৯	ঘাটতি অর্থায়নের গতিধারা	৮২
সারণি ৪.১০	ঋণ অর্থায়নের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ	৮৪
সারণি ৪.১১	ঋণ স্থিতির মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ	৮৭
সারণি ৪.১২	ঋণের ব্যয়	৮৯

চিত্র তালিকা

প্রথম অধ্যায়

চিত্র ১.১	আয় ভিত্তিক জাতীয় দারিদ্র্য ব্যবধান	৭
চিত্র ১.২	সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়নে বাজেট বরাদ্দ	৭
চিত্র ১.৩	বৈশ্বিক অর্থনীতিসমূহে বিনিয়োগের পরিমাণ (জিডিপি'র শতাংশে)	৮
চিত্র ১.৪	জিডিপিতে খাতভিত্তিক অবদান (%)	৯
চিত্র ১.৫	ব্যাংক ভিত্তিক সুদের হার ব্যবধান (এপ্রিল, ২০১৯)	১১
চিত্র ১.৬	শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার (১৯৯০-২০১৬)	১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

চিত্র ২.১	জিডিপি প্রবৃদ্ধির গতিধারা (%)	২৬
চিত্র ২.২	মূল্যস্ফীতির গতিধারা (%)	২৭

তৃতীয় অধ্যায়

চিত্র ৩.১	জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে মোট সরকারি ব্যয়	৩৭
চিত্র ৩.২	রাজস্ব প্রণোদনা	৪৪

চতুর্থ অধ্যায়

চিত্র ৪.১	রাজস্ব প্রবৃদ্ধি (২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	৬৯
চিত্র ৪.২	রাজস্ব আহরণের চিত্র (জিডিপি'র শতাংশে)	৭০
চিত্র ৪.৩	এনবিআর কর রাজস্বের প্রধান উৎসসমূহের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির প্রবণতা (%)	৭২
চিত্র ৪.৪	অর্থবছরে কর বহির্ভূত রাজস্ব বৃদ্ধির প্রবণতা (%)	৭৪
চিত্র ৪.৫	ঘাটতি অর্থায়নের প্রবণতা (জিডিপি'র শতাংশে)	৮৩
চিত্র ৪.৬	মধ্যমেয়াদে অর্থায়নের প্রবণতা (জিডিপি'র শতাংশে)	৮৫
চিত্র ৪.৭:	ঋণ স্থিতির মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ (জিডিপি'র শতাংশে)	৮৮
চিত্র ৪.৮	ঋণের ব্যয়	৮৯

বক্স তালিকা

প্রথম অধ্যায়

বক্স ১.১	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)	১৬
বক্স ১.২	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	১৭

প্রথম অধ্যায়

চমকপ্রদ প্রবৃদ্ধি

টেকসই সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সাফল্যের আরো একটি বছর অতিক্রম করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি আট শতাংশ ছাড়িয়ে ৮.১৩ শতাংশে পৌঁছবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তাছাড়া, রপ্তানি এবং প্রবাস আয়ে থাকবে দুই অংকের প্রবৃদ্ধি যার ফলে চলতি হিসাবের ঘাটতি হ্রাস পাবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার থাকবে স্থিতিশীল। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ১২ মাসের গড় ভিত্তিতে মার্চ ২০১৯ শেষে মূল্যস্ফীতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫.৫ শতাংশে; এক বছর পূর্বে যা ছিল ৫.৮ শতাংশ। সরবরাহের দিক বিবেচনায় শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি বেশ ভাল হয়েছে। অন্যদিকে, চাহিদার দিক বিবেচনায় ভোগ এবং বিনিয়োগ উচ্চ প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৪.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি আশা করা হচ্ছে যা অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। বাজেট ঘাটতির পরিমাণ জিডিপি'র পাঁচ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। পাশাপাশি, সুদের হার ব্যবধান পাঁচ শতাংশের মধ্যে সীমিত আছে।

১.২। উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে সরকার উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি মধ্য হতে দীর্ঘমেয়াদে বৈষম্য নিরসনের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। তাছাড়া সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে ভৌত ও আর্থসামাজিক অবকাঠামোগত দূর্বলতা হ্রাস করা, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, জ্ঞানভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, এবং সার্বিকভাবে দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি ও কর্মসূচির মাধ্যমে সম্পদের কার্যকর পুনর্বন্টন নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ বর্তমানে জনমিতিক লভ্যাংশ ভোগ করছে। তাই সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার মূলেই রয়েছে মানব সম্পদ উন্নয়ন। এ উদ্দেশ্যে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নের মতো খাতে অধিকতর নজর দেয়া হয়েছে।

১.৩। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় সামনের দিনগুলোতে যে বিষয়গুলো এবং নীতিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করবে তা এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলকসমূহের পূর্বাভাস বর্ণিত হয়েছে। এবং তৃতীয় অধ্যায়ে সরকারের সার্বিক ব্যয় ব্যবস্থাপনা ও খাতভিত্তিক অগ্রাধিকারসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে, চতুর্থ অধ্যায়ে রাজস্ব আহরণ এবং ঋণ ব্যবস্থাপনার চিত্র বর্ণিত হয়েছে।

মূল বিবেচ্য বিষয়সমূহ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

১.৪। দেশের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা একটি ভিত্তিস্বরূপ। প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, নগরায়ন, এবং টেকসই উন্নয়ন প্রভৃতি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, যা বর্তমানে বাস্তবায়নের শেষ অর্থবছরে উপনীত হয়েছে। এখন পর্যন্ত, বাংলাদেশ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে উল্লেখ্যযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে। এমনকি, ২০২০ সালের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অনেকগুলো ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২০ সাল নাগাদ জিডিপি বৃদ্ধির হার ৮.০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও ২০১৮-১৯ অর্থবছরেই উক্ত লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১.৫। বাংলাদেশ বর্তমানে পৃথিবীর দ্রুততম বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির একটি। বিশ্ব অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্য বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান ব্লুমবার্গের মতে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শীর্ষ ২০টি অবদান রাখা দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো দেশে প্রশংসনীয় সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা বিদ্যমান। তবে, ২০২১ সাল নাগাদ উচ্চ মধ্যম আয় এবং ২০৪১ সাল নাগাদ সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন নিশ্চিত করতে হলে কিছু

বিষয়ে আরো নজর এবং মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, এবং রাজস্ব আহরণের মাত্রা এখনো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। টেকসই উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

সারণি ১.১: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কতিপয় সূচকে অগ্রগতি

সূচক	ভিত্তি বছর (২০১০)	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য (২০২০)	সর্বশেষ অগ্রগতি		
			২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৬.১	৮.০	৭.২৮	৭.৮৬	৮.১৩
দারিদ্র্য হার (%)	৩১.৫	১৮.৬	২৩.১* (২০১৭)	২১.৮* (২০১৮)	-
অতি-দারিদ্র্য হার (%)	১৭.৬	৮.৯	১২.১* (২০১৭)	১১.৩* (২০১৮)	-
জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান (%)	১৬.৮৯	২৫.১	২১.৭৪	২২.৮৫	২৪.২১
কর্মসংস্থানে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান (%)	১২.৪	২০	১৪.৪	-	-
মাথাপিছু জাতীয় আয় (মার্কিন ডলার)	৮৪৩	২০০৯	১৬১০	১৭৫১	১৯০৯
কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি (%)	৬.১৫	৩.৩৪	২.৯৭	৪.১৯	৩.৫১
শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি (%)	৭.০৩	১০.৯	১০.২২	১২.০৬	১৩.০২
সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি (%)	৫.৫৩	৬.৪৯	৬.৬৯	৬.৩৯	৬.৫০
চাল উৎপাদন (মিলিয়ন মে. টন)	৩৩.৫৪	৩৬.৮১	৩৩.৮১	৩৬.২৮	৩৬.৪৬
রপ্তানি আয় (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১৬.২	৫৪.১	৩৪.৭	৩৬.৬৭	৩৩.৯৪ (জুলাই-এপ্রিল)
বাণিজ্য/জিডিপি অনুপাত (%)	৩৪.৬৫	৫০	৩১.০৩	৩৩.০৯	২৪.৭৮ (জুলাই-মার্চ)
মোট রাজস্ব (জিডিপি'র শতাংশ)	৯.৯৮	১৬.১	১০.২	৯.৬	১২.৫
এনবিআর কর রাজস্ব (জিডিপি'র শতাংশ)	৮.০৩	১৩.৭	৮.৭	৮.৩	১১.০
বাজেট ঘাটতি (জিডিপি'র শতাংশ)	৩.৩	৪.৭	৩.৪	৪.৭	৫.০

সূচক	ভিত্তি বছর (২০১০)	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য (২০২০)	সর্বশেষ অগ্রগতি		
			২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
প্রবাস আয় (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১০.৯	২৫.৪	১২.৮	১৫.০	১৩.৩০ (জুলাই- এপ্রিল)
মোট সরকারি ব্যয় (জিডিপি'র শতাংশ)	১৩.৮৮	২১.১	১৩.৬	১৪.৩	১৭.৪৫
মোট জাতীয় সঞ্চয় (জিডিপি'র শতাংশ)	২৯.৪৪	৩২	২৯.৬৪	২৭.৪২	২৮.৪১
মোট জাতীয় বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতাংশ)	২৬.২৫	৩৪.৪	৩০.৫১	৩১.২৩	৩১.৫৬
বৈদেশিক বিনিয়োগ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	০.৯১৩	৯.৫৬	২.১৫ (২০১৭)	৩.৬১ (২০১৮)	-
মূল্যস্ফীতি (বারো মাসের গড়)	৬.৮২	৫.৫	৫.৪	৫.৮	৫.৫ (জুলাই-মার্চ)
মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি লাখ জীবিত জন্মে)	১৯৪	১০৫	১৭৮ (২০১৬)	১৭২ (২০১৭)	-
স্বাক্ষরতার হার (৭+)	৫৬.৮	১০০	৭১ (২০১৬)	৭২.৩ (২০১৭)	-
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	৫৮২৩	২৩০০০*	১৫৭৫৫	১৮৭৫৩	২১৬২৯ (৩০ মে, ২০১৯)
বিদ্যুৎ কাভারেজ (%)	৪৮	৯৬	-	৯৩	৯৩
জনপ্রতি বিদ্যুৎ ভোগ	২২০ কি.ও.ঘ.	৫১৪ কি.ও.ঘ.	৪৩৩ কি.ও.ঘ. (৩০ জুন, ২০১৭)	৪৬৪ কি.ও.ঘ. (৩০ জুন, ২০১৮)	-
আয় বৈষম্য (গিনি সূচক)	০.৪১	০.৪৫	০.৪৮ (২০১৬)	-	-
সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় (জিডিপি'র শতাংশ)		২.৩	২.১ (সংশোধিত বাজেট)	২.১৭ (সংশোধিত বাজেট)	২.৫৩ (বাজেট)
টেলি ডেনসিটি (%)		১০০	৮৭.৩	৯২	৯৭ (এপ্রিল, ২০১৯)

সূত্রঃ খানা জরিপ ২০১০, ২০১৬ বিবিএস; বিভিন্ন বছরের Bangladesh Sample Vital Statistics (বিবিএস); বাংলাদেশ ব্যাংক, বিদ্যুৎ বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

১.৬। এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বাংলাদেশ দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। ইতোপূর্বে, এমডিজি'র বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছে। অনুরূপভাবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের ৮২ শতাংশকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসডিজি'র সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। যার ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করবে। অধিকন্তু, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এসডিজি স্থানীয়করণে ৪০টি সূচক নিয়ে এসডিজি অগ্রাধিকার তালিকা সরকারিভাবে অনুমোদন করা হয়েছে। উক্ত অগ্রাধিকার তালিকায় ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশের নিচে এবং দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার মতো লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে স্থান দেয়া হয়েছে।

১.৭। এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গত ডিসেম্বরে 'Bangladesh Progress Report ২০১৮' প্রকাশিত হয়েছে; এতে ১৭টি এসডিজি অভীষ্টের এ পর্যন্ত অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইতোপূর্বে ২০১৭ সালে জাতিসংঘের High Level Political Forum এর সভায় 'Voluntary National Review (VNR)' শীর্ষক বাংলাদেশের এসডিজি বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে তা প্রাক্কলনের জন্য 'এসডিজি অর্থায়ন কৌশল' প্রণয়ন করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে ২০৩০ সাল পর্যন্ত আমাদের অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে ৯৪ লক্ষ ৭১ হাজার ১ শত কোটি টাকা বা ৯২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা মোট জিডিপি'র ১৯.৭৫ শতাংশ। বার্ষিক অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে গড়ে ৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫ শত কোটি টাকা। অর্থায়নের এই বিপুল চাহিদা পূরণে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দারিদ্র্য ও অসমতা

১.৮। দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূলের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় অগ্রগতি সাধন করেছে। উচ্চ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ১৯৯১-৯২ সালের ৫৬.৭ শতাংশ থেকে কমে ২০১৬ সালে ২৪.৩ শতাংশে এবং ২০১৮

সালে ২১.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। সেই সাথে ২০১৮ সালে চরম দারিদ্র্য কমে দাঁড়িয়েছে ১১.৩ শতাংশে। খানা আয়-ব্যয় জরিপের (Household Income and Expenditure Survey-HIES) ভিত্তিতে বাংলাদেশের দারিদ্র্য হার হ্রাসের চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১.২: দারিদ্র্য হার হ্রাসের গতিধারা ও লক্ষ্যমাত্রা

	১৯৯১-৯২	১৯৯৫-৯৬	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬	২০১৭*	২০১৮*	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রা ২০২০
দারিদ্র্য (%)	৫৬.৭	৫০.১	৪৮.৯	৪০.০	৩১.৫	২৪.৩	২৩.১	২১.৮	১৮.৬
চরম দারিদ্র্য (%)	৪১.১	৩৫.২	৩৪.৩	২৫.১	১৭.৬	১২.৯	১২.১	১১.৩	৮.৯

উৎসঃ খানা আয়-ব্যয় জরিপ, বিবিএস, *প্রাক্কলিত

১.৯। দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে সরকার প্রতি বছর বিভিন্ন প্রকল্প এবং কর্মসূচির মাধ্যমে বিনিয়োগ করছে। দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার ২০০৮-০৯ অর্থবছরে জিডিপি'র ৯.১২ শতাংশ ব্যয় করেছে, ক্রমান্বয়ে যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি'র ১০.০৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (বাজেটের ৫৫.০ শতাংশ)। ফলস্বরূপ দারিদ্র্যের হার এবং গভীরতা উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। সিবিএন পদ্ধতিতে দেখা যায়, ২০১৬ সালে নিম্ন দারিদ্র্য রেখায় (lower poverty line) দারিদ্র্য ব্যবধান ২০১০ সালের তুলনায় ০.৮ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ২.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অনুরূপভাবে, উচ্চ দারিদ্র্য রেখায় (higher poverty line) দারিদ্র্য ব্যবধান ২০১০ সালের তুলনায় ১.৫ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সালে ৫.০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আবার, বিশ্বব্যাংকের মতে, দৈনিক আয় স্তরের উপর ভিত্তি করে দারিদ্র্যের ব্যবধান হ্রাসে বাংলাদেশ উল্লেখ্যযোগ্য অর্জন করেছে এবং এক্ষেত্রে নিম্নমূখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যেখানে ১৯৯১ সালে এই ব্যবধান ছিল ১১.৩ শতাংশ তা ২০১৬ সালে ২.৭ শতাংশে নেমে এসেছে (চিত্রঃ ১.১)।

চিত্র ১.১: আয় ভিত্তিক জাতীয় দারিদ্র্য ব্যবধান

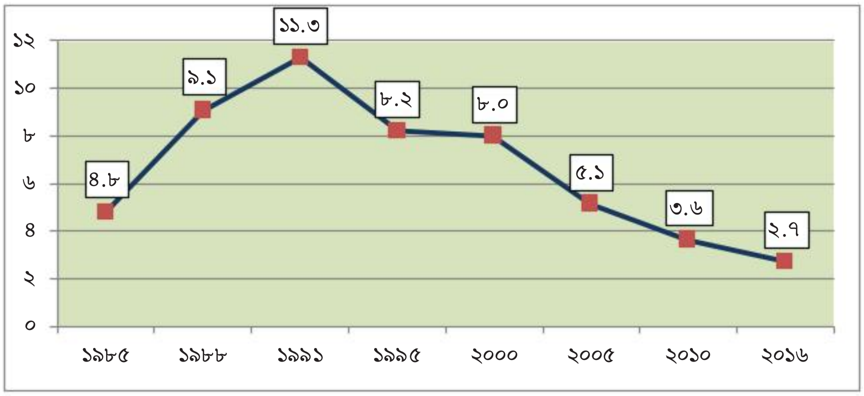

উৎসঃ বিশ্ব ব্যাংক, ২০১৮

১.১০। এছাড়াও, এশিয়ার কিছু দেশের তুলনায় বাংলাদেশের ভোগ জিনি সূচক ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ২০১৬ সালে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, শ্রীলংকা এবং ইন্দোনেশিয়ার জিনি সূচক ছিল ক্রমান্বয়ে ০.৩৬৯, ০.৩৫৩, ০.৩৯৮ এবং ০.৩৮৬ যেখানে বাংলাদেশে সূচক ছিল ০.৩২৪, যা সামাজিক বৈষম্য হ্রাসের ইঙ্গিত প্রদান করে। সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য সম্পদ বরাদ্দ বৃদ্ধি করে চলছে। বর্তমানে, প্রায় এক চতুর্থাংশ পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকার সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে মোট বাজেটের ১৩.৮ শতাংশ ব্যয় করছে।

চিত্র ১.২: সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়নে বাজেট বরাদ্দ

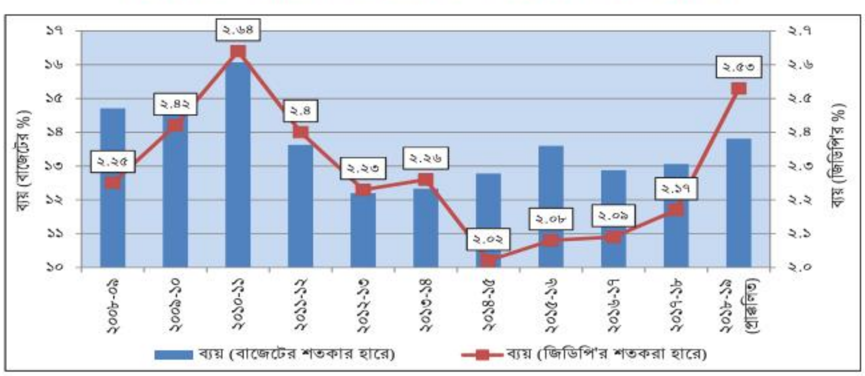

উৎসঃ অর্থ বিভাগ

১.১১। বর্তমানে, মোট ২৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীনে ১১৪টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। শক্তিশালী তথ্য ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে এসব কর্মসূচিকে স্বল্পসংখ্যক কর্মসূচিতে নামিয়ে এনে সমন্বিত উপায়ে বাস্তবায়ন করা হলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। অর্থ বিভাগ Social Protection Budget Management Unit MIS স্থাপন করেছে এবং G2P এর মাধ্যমে ভাতা/উপবৃত্তি প্রদান করছে। বাংলাদেশে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গ্রাম থেকে ক্রমবর্ধমান হারে শহরে অভিবাসন হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় এসকল নতুন বিষয়গুলো সমাধানে সচেষ্ট হতে হবে।

বিনিয়োগ পরিস্থিতি

১.১২। টেকসই উচ্চ প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হলে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রয়োজন। পাশাপাশি, বিনিয়োগের গুণগত মান বৃদ্ধি এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষ সাধনের উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। জিডিপি'র শতাংশে বাংলাদেশে বর্তমানে বিদ্যমান বিনিয়োগের হার বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে বেশী, কিন্তু তা এখনও চীন, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা ও ইথিওপিয়া প্রভৃতি অর্থনীতির তুলনায় কম।

চিত্র ১.৩: বৈশ্বিক অর্থনীতিসমূহে বিনিয়োগের পরিমাণ (জিডিপি'র শতাংশে)

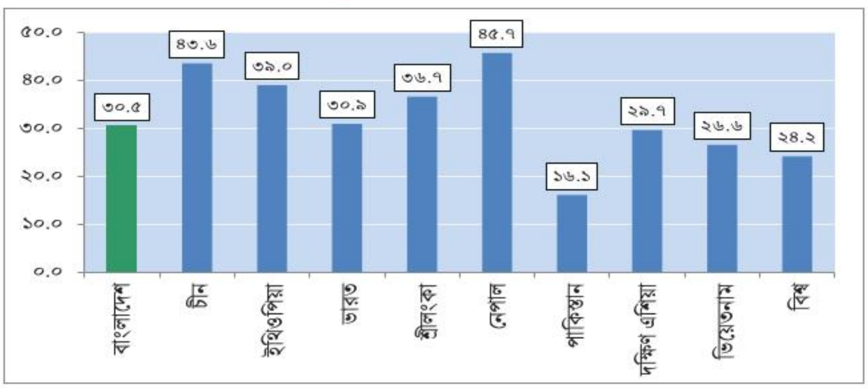

উৎসঃ বিশ্ব ব্যাংক, ২০১৭

১.১৩। অর্থনৈতিক অগ্রগতির এ পর্যায়ে সরকার সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগসহ বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে জোর দিচ্ছে। বিশেষ করে, শ্রমঘন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশকে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। সার্বিকভাবে, প্রতিবছর জিডিপি'র

শতাংশে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ছে। অধিকন্তু, ব্যবসা সহজিকরণ সূচকে (Ease of Doing Business) বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নয়ন ঘটিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে দুই অংকে নামিয়ে আনার জন্য সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সারণি ১.৩: বিনিয়োগের পরিমাণ (জিডিপি'র শতাংশে)

সূচকসমূহ	২০১৬-১৭ (প্রকৃত)	২০১৭-১৮ (প্রকৃত)	২০১৮-১৯ (প্রাক্কলন)	২০১৯-২০ (বাজেট)	২০২০-২১ (প্রক্ষেপণ)	২০২১-২২ (প্রক্ষেপণ)
মোট বিনিয়োগ	৩০.৫	৩১.২	৩১.৬	৩২.৮	৩৩.৬	৩৪.৪
বেসরকারি বিনিয়োগ	২৩.১	২৩.৩	২৩.৪	২৪.১	২৪.৭	২৫.৪
সরকারি বিনিয়োগ	৭.৪	৮.০	৮.২	৮.৭	৮.৯	৯.০

উৎস: অর্থ বিভাগ

বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর

১.১৪। বিগত চার দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে দেশে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে সেই সাথে জিডিপি'তে কৃষি খাতের অবদান হ্রাস পাচ্ছে এবং শিল্প খাতের অবদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি খাতের পূর্ণ সম্ভাবনা অনুধাবন সত্ত্বেও বলা যায়, আগামী দিনগুলিতে শিল্পায়নের উচ্চ হার বাংলাদেশের টেকসই ও উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাবিকাঠি হবে। বিগত বছরগুলোতে জিডিপিতে সেবা খাতের অবদান সর্বোচ্চ। তবে, শিল্পখাতের অবদানের ক্রমশ বৃদ্ধির ফলে সেবা এবং কৃষিখাতের অবদানে কিছুটা নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক (চিত্রঃ ১.৪)।

চিত্র ১.৪: জিডিপিতে খাতভিত্তিক অবদান (%)

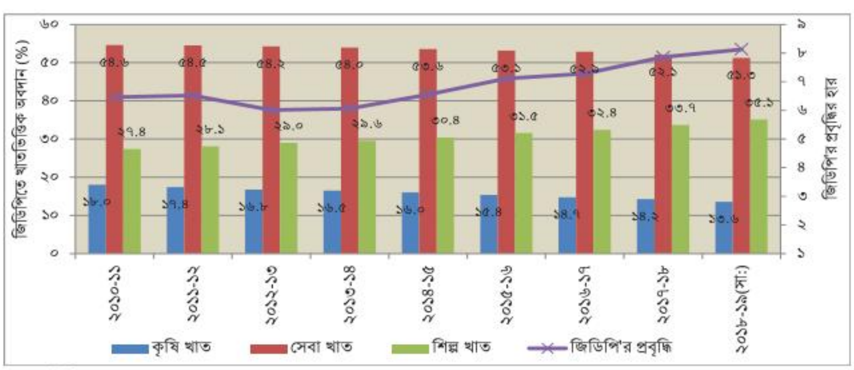

উৎসঃ বিবিএস

১.১৫। যদিও, জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে তবে সে তুলনায় কৃষিখাতে কর্মসংস্থানের হার এখনও সর্বোচ্চ। জানুয়ারি ২০১৮ তে প্রকাশিত শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ অনুযায়ী মোট কর্মসংস্থানের ৪০.৬ শতাংশ কৃষিখাত থেকে আসে, যেখানে শিল্প ও সেবা খাতের অবদান যথাক্রমে ২০.৫ ও ৩৯.০ শতাংশ। অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তরের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের লক্ষ্যে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। এক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য থাকবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিকে।

বৈশ্বিক প্রভাব

১.১৬। ২০১৭ সালের পুরোটা জুড়ে এবং ২০১৮ সালের প্রথম ভাগ - এই দুই বছর বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বর্ধিষ্ণু প্রবৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু ২০১৯ সালে এ প্রবৃদ্ধির হার ৩.৩ শতাংশে হ্রাস পাবে বলে অনুমান করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্য যুদ্ধ, ব্রেক্সিট চুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা ইত্যাদির কারনে বৈশ্বিক বাণিজ্যে আস্থার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০১৯ সালে তেলের দাম কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বিশেষত আমাদের রপ্তানি পণ্যের প্রধান বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরো অঞ্চলে মন্দাভাবের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রভাব পড়তে পারে। তবে, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য সংকটের ফলে বাংলাদেশের মতো অর্থনীতির সামনে অতিরিক্ত রপ্তানি আয়ের সুযোগ আসতে পারে।

১.১৭। বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য প্রবাস আয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি অভ্যন্তরীণ চাহিদা শক্তিশালীকরণ এবং বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। বিগত দুই বছরে প্রবাস আয় প্রবাহে মন্দাভাব পরিলক্ষিত হলেও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রবাস আয় প্রবাহে পুনরায় গতি এসেছে এবং প্রবাস আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৫.০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবাস আয় প্রেরণে প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার প্রবাস আয় প্রেরণের বৈধ পদ্ধতিসমূহকে আরো সহজ এবং স্বয়ংক্রিয় করেছে। তাছাড়া, নতুন শ্রমবাজার সন্ধান এবং বিদ্যমান শ্রমবাজারের সম্প্রসারণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

১.১৮। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা পেয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় সামনের দিনগুলোতে বৈদেশিক ঋণ কিছুটা ব্যয়বহুল হতে পারে। তাই ইতোমধ্যে পাইপলাইনে থাকা বৈদেশিক সহায়তার সর্বোত্তম ব্যবহার করা প্রয়োজন। অন্যদিকে, ২০২৪ সাল নাগাদ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে বাংলাদেশের উত্তরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ শুল্ক রেয়াত সুবিধাসমূহ হারাবে। এই রূপান্তরকালীন সময়ে হঠাৎ শুল্ক বাধা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশ হতে বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। রপ্তানি আয় কমলে তা কর্মসংস্থান এর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে যেদিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন।

আর্থিক খাতের গতিবিধি

১.১৯। দক্ষ ও বিচক্ষণ আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সরকারের চলমান ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মুদ্রানীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমানে খাদ্য এবং খাদ্য বহির্ভূত মুদ্রাস্ফীতি উভয়ই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। অন্যদিকে সুদের হারের ব্যবধান কমে আসছে। বিশেষায়িত ব্যাংকে আমানতের সুদের হার তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়া সত্ত্বেও সুদের হারের ব্যবধান কম রয়েছে।

চিত্র ১.৫: ব্যাংক ভিত্তিক সুদের হার ব্যবধান (এপ্রিল, ২০১৯)

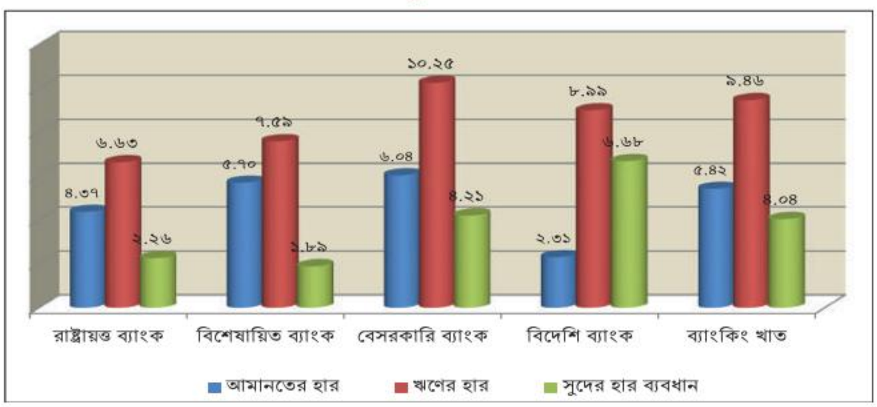

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

১.২০। যথাযথ যাচাই বিহীন ঋণ, ত্রুটিপূর্ণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে শ্রেণীকৃত ঋণ বৃদ্ধি পেতে পারে। ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রেণীকৃত ঋণ (নন-পারফর্মিং লোন) ব্যবসাবান্ধব পদ্ধতিতে যতটা সম্ভব আদায় করার চেষ্টা চলমান রয়েছে। মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে সঞ্চয়পত্র ব্যবস্থাপনা আধুনিক করা হয়েছে। সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে TIN এবং National Database এর সাথে লিংক করে সঞ্চয়পত্রের ডাটা বেইজ করা হচ্ছে। সংস্কার কর্মসূচিটি এখন বড় বড় শহরে সফলভাবে চলছে, যা আগামী অর্থবছরে সারা দেশে চালু করা হবে। এ সংস্কারের মাধ্যমে সঞ্চয়পত্র বিক্রয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সরকারি ঋণ ব্যবস্থায় দক্ষতা আনা এবং আর্থিক বাজারে স্থিতিশীলতা আনা সম্ভব হবে।

রোহিঙ্গা মানবিক সংকট

১.২১। মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত, বিতাড়িত ও নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে জীবন বাঁচাতে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশ আশ্রয় প্রদান করে আসছে। সরকার আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায় এ বিপুল সংখ্যক আশ্রয় প্রার্থীর জন্য আবাসন নির্মান, আশ্রয় ক্যাম্পসমূহে খাবার, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিস্কাশন, এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদান করে আসছে। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর কারণে স্থানীয় এলাকার পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। তবে এ ধরণের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় সরকার কাজ করে যাচ্ছে। অধিকন্তু, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী যাতে নিরাপদে স্থায়ীভাবে তাদের নিজভূমে ফেরত যেতে পারে সে উদ্দেশ্যে সরকার কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

সুনীল অর্থনীতি

১.২২। আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতের ঐতিহাসিক রায়ের মধ্য দিয়ে প্রতিবেশী মায়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্র সীমা বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ১১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্রের একচ্ছত্র অধিকার লাভ করেছে। বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় এলাকায় রয়েছে ভারি খনিজ পদার্থ যা অত্যন্ত মূল্যবান। আরও রয়েছে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি, ৫ প্রজাতির লবস্টার, ১৫

প্রজাতির কাঁকড়া, ৫ প্রজাতির কচ্ছপ এবং ১৩ প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবাল। রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পূর্ণ ৭৫টিরও বেশী দ্বীপ যা হতে পারে পর্যটন আয়ের এক বিশাল উৎস। খাদ্য নিরাপত্তা বিধান, সমুদ্র পথে বাণিজ্য প্রসার, মৎস্য সম্পদ, তৈল-গ্যাস আহরণ, পর্যটন ইত্যাদি খাতের বিশাল সম্ভাবনার আধার এই সুনীল অর্থনীতি।

১.২৩। ঐতিহাসিকভাবে সমুদ্রের সাথে, বিশেষ করে মৎস্য আহরণ ও বাণিজ্যিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে, বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি যোগ রয়েছে। সুনীল অর্থনীতি'র বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, লবনাক্ততা সমস্যা মোকাবিলা, উপকূলীয় পর্যটন, ভূমি পুনরুদ্ধার, সামুদ্রিক সম্পদের নজরদারি বৃদ্ধি, তেল-গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ আহরণ, সমুদ্রের পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নকে সরকার গুরুত্বের সাথে দেখছে। সামুদ্রিক সম্পদের উপর জরিপ পরিচালনা করা, সমুদ্রগামী ও উপকূলীয় জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি, সমুদ্রবন্দরসমূহের আধুনিকীকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, গভীর ও অগভীর উভয় সমুদ্রের মাছ ধরার কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং ইকোট্যুরিজমের আরো উন্নয়ন প্রয়োজন।

দীর্ঘ মেয়াদী নীতি ও কৌশল

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা

১.২৪। পদ্মা, যমুনা, ও মেঘনাসহ অসংখ্য নদ-নদী নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ। ব-দ্বীপের গঠন, নদীর গতিপথ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বে ৬ষ্ঠ স্থানে রয়েছে। ঘনবসতির কারনে সম্ভাব্য যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে এদেশে বিপর্যয়ের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যেতে পারে যা টেকসই উন্নয়নের পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাই 'নিরাপদ, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিঘাতসহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলা'- এই রূপকল্পকে সামনে নিয়ে সরকার 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' নামে একটি অভিযোজনভিত্তিক, দীর্ঘমেয়াদি, সমন্বিত ও সামষ্টিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পানি সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং পানির দ্বারা সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয় এর প্রতিকূল প্রভাব কমানো এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

১.২৫। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা পানি, জলবায়ু, পরিবেশ ও ভূমির টেকসই ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে দেশের স্বল্প ও মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহের সমন্বয় করবে। এতে পানি নিরাপত্তা এবং পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা অর্জন, সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, জলাভূমি এবং বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা, আন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা ইত্যাদি কতিপয় সুনির্দিষ্ট অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। একই ধরণের প্রাকৃতিক দুযোর্গজনিত ঝুঁকির সম্মুখীন জেলাসমূহকে একেকটি গ্রুপের আওতায় এনে ডেল্টা পরিকল্পনায় মোট ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (Hotspot) চিহ্নিত করা হয়েছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় জাতীয় পর্যায়ের কৌশলের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কিত নির্দিষ্ট এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে বিভিন্ন কৌশল বিবৃত রয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মোট দেশজ আয়ের ২.৫ শতাংশ অর্থের প্রয়োজন হবে যার মধ্যে প্রায় ২ শতাংশ সরকারি খাত হতে এবং ০.৫ শতাংশ অর্থায়ন বেসরকারি খাত হতে নির্বাহ করতে হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন, নদী খনন, নদী শাসন এবং নৌ-পরিবহণসহ নদী ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয় হবে মোট বিনিয়োগের ৩৫ শতাংশ। প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ব-দ্বীপ পরিকল্পনার অধীনে মোট ৮০টি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে যার মধ্যে ৬৫টি ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত এবং ১৫টি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং গবেষণা বিষয়ক।

রূপকল্প ২০৪১ এবং ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা

১.২৬। প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) বাস্তবায়ন প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। সরকার এখন ২০২১-২০৪১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা তৈরির কাজ হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে ১ম প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মধ্যবর্তী মূল্যায়নের কাজ শেষ হয়েছে। ১ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় অর্জিত সাফল্য এবং মুখোমুখি হওয়া সমস্যাগুলো ২য় পরিকল্পনা প্রস্তুতের সময় গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়া হবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার দিকেই এতে দৃষ্টি থাকবে।

১.২৭। 'বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১' এবং 'বাংলাদেশের ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)' এর সামষ্টিক অর্থনৈতিক এবং কারিগরি কাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে। অধিকন্তু, সুশাসন, কর্মসংস্থান, বাণিজ্য, ব্যবসায় পরিচালনার খরচ, জ্বালানি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পরিবহণ, জলবায়ু পরিবর্তন, নারীর ক্ষমতায়ন, নগরায়ন, সেবাখাতের উন্নয়ন, এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে ১৬টি সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। পাশাপাশি, ৮ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

মধ্য মেয়াদী নীতি ও কৌশলগত লক্ষ্য

বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি

১.২৮। সরকার সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে কারণ এটি উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সরকার ধারাবাহিকভাবে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে এবং বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করছে, যেমন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পরিবহণ খাতে অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিত করা এবং বৈদেশিক বিনিয়োগে প্রণোদনা প্রদান করা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিনিয়োগ জিডিপি'র ৩১.৫৬ শতাংশে পৌঁছাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

১.২৯। দারিদ্র্য নিরসন, জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং ২০৩০ সাল নাগাদ এসডিজি'র লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি অন্যতম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত হিসেবে বিবেচিত হবে। ২০১৬-১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে বেকারত্বের হার ৪.২ শতাংশ (পুরুষ ৩.১ শতাংশ এবং মহিলা ৬.৭ শতাংশ), এবং বেকারদের অধিকাংশই তরুণ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গতি বৃদ্ধি করে তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে সরকার দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিআইডিএ) এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) দেশে-বিদেশে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

বক্স ১.১: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)

শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন, এবং রপ্তানি সম্প্রসারণ ও বৈচিত্রায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ২০৩০ সনের মধ্যে ৩০,০০০ হেক্টর জমিতে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অতিরিক্ত এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান এবং প্রতি বছর অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণের পণ্য উৎপাদন/রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

দেশে শিল্পায়ন সহজতর করার জন্য বেজা কাজ করছে। বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য অন্যান্য সুবিধাসহ কর ও বহিঃশুল্কে ছাড় এবং এফডিআই সিলিং অপসারণসহ অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এখন পর্যন্ত সারাদেশে সরকারি, বেসরকারি ও জিটুজি পদ্ধতিতে সর্বমোট ৮৮টি অর্থনৈতিক অঞ্চল এর অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৫.০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাব পাওয়া গেছে, তন্মধ্যে ১২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাব বেজা'র নির্বাহী বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে এ পর্যন্ত সর্বমোট ২৩,৮২৩ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন, ও উৎপাদনশীলতা

১.৩০। সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হয়। তাই সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, এবং প্রযুক্তির ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে ক্রমশঃ বিনিয়োগ বাড়িয়ে চলছে। জনপ্রশাসনে সংস্কার সাধন এবং গবেষণা ও উন্নয়নে সরকার নজর দিয়েছে। ফলস্বরূপ, বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত Human Capital Index 2018 শীর্ষক প্রতিবেদনে ১৫৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১০৬ নং স্থানে উঠে এসেছে। শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সরকারের তৎপরতা অব্যাহত আছে।

চিত্র ১.৬: শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার (১৯৯০-২০১৬)

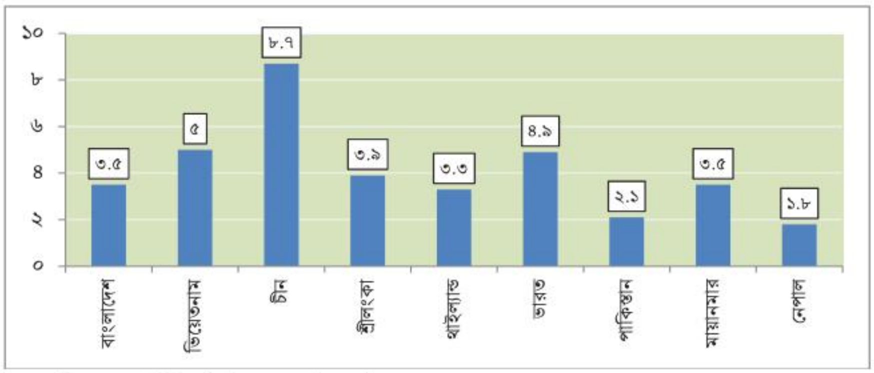

উৎসঃ এশিয়ান প্রোডাক্টিভি অর্গানাইজেশন (এপিও) ডাটাবুক, ২০১৮

১.৩১। শিক্ষা প্রদান ব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রমের মানোন্নয়ন এবং অবকাঠামোগত সুবিধাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকার নানা ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কারিগরি শিক্ষা বিশেষ করে আইসিটি, রোবোটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লক চেইন, ন্যানোটেকনোলজি ইত্যাদির উপর অধিকতর গুরত্ব প্রদান করা হচ্ছে। দক্ষতা উন্নয়ন, ডিজিটাইজেশন, এবং উদ্ভাবনী চর্চাকে সরকার অগ্রাধিকার তালিকায় রেখেছে। দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহকে সমন্বিতভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে অতি সম্প্রতি সরকার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছে।

বক্স ১.২: জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

দেশে গৃহীত দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা এবং দেশী ও বিদেশী শ্রম বাজারের চাহিদা অনুসারে দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দেশী এবং বিদেশী শ্রমবাজারের চাহিদা নিরূপণ করবে এবং খাত ভিত্তিক দক্ষতার ডাটাবেজ তৈরি করবে। এটি সরকারি এবং বেসরকারি উভয় সেক্টরের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মকৃতি নির্দেশক চিহ্নিতকরণ ও উপযুক্ত পাঠ্যক্রম প্রস্তুতকরণসহ এসকল প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

১.৩২। দীর্ঘমেয়াদি এবং প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন অপরিহার্য। সরকার বাণিজ্য খরচ কমানোর লক্ষ্যে পরিবহণ খাতে বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে; ফলস্বরূপ সড়ক/মহাসড়ক, সেতু, টানেল, বিমানবন্দর, সমুদ্র বন্দর, রেলপথ, ইত্যাদিতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে পদ্মা বহুমুখী সেতু, পদ্মা সেতুতে রেল সংযোগ, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথ, ঢাকা মেট্রোরেল, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ এবং ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণসহ আরো অনেক বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পণ্য ও যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য নতুন রেলপথ নির্মাণ ও সংস্কার, রেলপথকে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইনে রূপান্তরকরণ, নতুন ট্রেন চালু ইত্যাদি কাজ অব্যাহত আছে।

১.৩৩। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য যৌক্তিক মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সরকার দুইটি তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) টার্মিনাল নির্মাণ করেছে। দেশে টেকসই জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার বৃদ্ধির পরিকল্পনা চলমান রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা

১.৩৪। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ সামনের দিনগুলোতে দেশের টেকসই উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। জার্মানভিত্তিক গবেষণা সংস্থা 'জার্মানওয়াচ' এর সর্বশেষ (২০১৯) গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটতে পারে এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নবম। এ দেশের ৬০ শতাংশ ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে মাত্র ৫ মিটার উপরে। Headley Center for Climate Prediction and Research (HCCPR) এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী বাংলাদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২০৮০ সাল নাগাদ ৪০ সেন্টিমিটার (১৫ ইঞ্চি) বৃদ্ধি পাবে।

১.৩৫। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এবং বিপদাপন্নতা মোকাবেলার লক্ষ্য নিয়ে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP), ২০০৯ বাস্তবায়নের কাজ চলছে। তাছাড়া, ২০১৭ সালে পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের পাঁচবছর মেয়াদি বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন সেক্টরসমূহের অধীনে বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। অধিকন্তু, কাঙ্খিত উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত না করে ক্রমবর্ধমান কার্বন নিঃসরণ ব্যবস্থাপনা করতে এবং শিল্পায়নপূর্ব যুগের থেকে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে অথবা সম্ভব হলে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখতে "জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত বাংলাদেশের অবদান (Nationally Determined Contribution)" বাস্তবায়ন রোডম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে।

১.৩৬। ২০১৪ সালে সরকার কর্তৃক গৃহীত ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক-এ জলবায়ু অর্থপ্রবাহ চিহ্নিত করে জলবায়ু অর্থ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। সরকার ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০টি মন্ত্রণালয়ের উপর 'টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন' নামে জলবায়ু বাজেট প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করে। উক্ত ২০টি মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল মোট জাতীয় বাজেটের ৪৫.৮৪ শতাংশ। উল্লেখ্য, এই ২০টি মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের ৮.৮২ শতাংশ ছিল জলবায়ু অর্থায়ন বাবদ বরাদ্দ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু অর্থায়ন বাবদ বরাদ্দ ছিল ৫.৩৭ শতাংশ যা ২০১৮-১৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.২৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (জিডিপি'র ০.৭৫ ভাগ)। সরকার ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৫টি মন্ত্রণালয়ের উপর জলবায়ু বাজেট প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করবে। এছাড়া, ২০১০ সালে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে গঠিত বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাষ্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি খাতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য মোট ৩৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জিসিএফ থেকে অর্থ সংগ্রহের পরিমান বৃদ্ধির জন্যও সরকারের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

বাংলাদেশ উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা বজায় রেখে চলেছে। বিগত তিন বছরে এই হার ৭ শতাংশের উপরে ছিল এবং বর্তমান অর্থবছরে রেকর্ড ৮ শতাংশের অধিক হবে বলে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে। স্থিতিশীল মুদ্রাস্ফীতি, সহনীয় পুন্জিভূত সরকারি ঋণ এবং বহি:স্থ অভিঘাতের সাথে খাপ খাওয়ানো ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি, দারিদ্র্য হ্রাস ও সামাজিক সূচকে ক্রমাগত উন্নতির লাভের মাধ্যমে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অর্জনের ক্ষেত্রে সরবরাহের দিক থেকে মূল চালিকা শক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং), নির্মাণ এবং খাদ্য শস্যের বাম্পার উৎপাদন। অন্যদিকে চাহিদার দিক থেকে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে শক্তিশালি বেসরকারি ভোগ ব্যয় যার প্রভাবক হলো প্রবাস আয়, ত্বরান্বিত রপ্তানি প্রবৃদ্ধি এবং স্ফীত সরকারি বিনিয়োগ।

২.২ বিগত অর্থবছরে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ৭.৪ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭.৮৬ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি হবে ৮.১৩ শতাংশ যা লক্ষ্যমাত্রার (৭.৮ শতাংশ) চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশী। প্রবৃদ্ধির এই উচ্চহার অর্জনের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি সঞ্চালক গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক চলক সমূহ হলো উচ্চ বেসরকারি ভোগ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ব্যক্তিখাতের ঋণের প্রবৃদ্ধির কারণে বেসরকারি বিনিয়োগে গতিশীলতা, চলমান মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীসহ মোট সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্কের টানাপোড়েন-এর কারণে রপ্তানি বৃদ্ধি। অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির প্রত্যাশিত ধনাত্মক পরিবর্তন ও অনুকুল বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৮.২ এবং ৫.৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে।

২.৩ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চুড়ান্ত বছর শুরু হতে চলেছে। পরিকল্পনা মেয়াদে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা গড়ে ৭.৪ শতাংশ যা সময়ের অনেক আগেই অর্জিত হয়েছে। পরিকল্পনা মেয়াদের প্রথম ৪ (চার) বছরে বাংলাদেশ বিভিন্ন কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম: কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান, সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, জেন্ডার সমতা অর্জন, ব্যাপক সংখ্যক অনগ্রসর মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় আনা ইত্যাদি। সরকার আগামী অর্থবছর হতে দেশের সকল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সুবিধা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তাছাড়া, মেগা অবকাঠামো প্রকল্প সমুহ বাস্তবায়নের ফলে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের দরজা উন্মোচিত হবে। ইতোমধ্যে, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের বাস্তবায়ন পূর্ণ গতিতে চলছে; মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্ম পরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যাপকভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের কথা বলা হয়েছে যাতে দেশের সকল নাগরিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে পারে। তাছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষম টেকসই ও পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ নানামুখী পদক্ষেপ গৃহীত হবে। অধিকন্তু, সুনীল অর্থনীতি এবং 'ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' এর জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকার বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেছে।

২.৪ বিশ্ব অর্থনীতির সাম্প্রতিক গতিধারা এই অধ্যায়ের প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য প্রক্ষেপণসহ অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের চলকসমূহের বর্তমান গতিধারা ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প বর্ণনা করা হয়েছে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও স্বল্পমেয়াদি প্রক্ষেপণ

২.৫ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কর্তৃক প্রকাশিত 'ওয়াল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০১৯ অনুসারে ২০১৭ সালে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির পর ২০১৮ সালে বিশ্ব অর্থনীতি কিছুটা মন্থর ছিল। বিগত ৩ বছরের মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল ২০১৭ সালে যা ছিল ৩.৮ শতাংশ এবং ২০১৮ সালে তা কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৩.৬ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০১৯ সালে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস করে ৩.৩ শতাংশে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অন্যদিকে উন্নত অর্থনীতির দেশসমুহ বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্য অংশীদার ইউরো অঞ্চল অর্থনীতিতে সামনের দিনগুলিতে মন্থর গতি বিরাজ করবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। একইভাবে উদীয়মান ও উন্নয়নশীল এশিয়ার প্রবৃদ্ধি ২০১৮ সালে ছিল ৬.৪ শতাংশ যা কিছুটা হ্রাস করে ২০১৯ ও ২০২০ উভয় বছরের জন্য ৬.৩ শতাংশে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। রাজস্ব প্রণোদনা ঘোষনা করা সত্ত্বেও চীনের অর্থনীতিতে ২০১৯ ও ২০২০ সালে মন্থরতা বজায় থাকবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। তবে বিনিয়োগের অব্যাহত পুনুরুদ্ধার, শক্তিশালী ভোগ, সম্প্রসারণমূলক আর্থিক নীতি এবং রাজস্বনীতি থেকে প্রত্যাশিত ফলাফলের কারণে ভারতের প্রবৃদ্ধি ২০১৯ ও ২০২০ সালে যথাক্রমে ৭.৩ ও ৭.৫ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। আইএমএফ-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে ১.৫ শতাংশে এবং ২০২০ সালে তা পুনরায় বৃদ্ধি পেয়ে ৩.২ শতাংশে উন্নীত হবে।

২.৬ অপরিশোধিত জ্বালানি তেল এবং অন্যান্য সম্পর্কিত দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধির ফলে ২০১৮ সালে উন্নত অর্থনীতি, উদীয়মান ও উন্নয়নশীল এশিয়ায় ভোক্তা মূল্য সূচকে উর্ধ্বমূখী প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সামনের দিনগুলো অর্থাৎ ২০২০ সালে জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাসের প্রত্যাশা থাকলেও ২০১৯ সালে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট পণ্যসমূহের মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ফলে ২০১৯ সালে উন্নত অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি কিছুটা নমনীয় থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অন্যদিকে উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে ২০১৯ ও ২০২০ সালে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির প্রবনতা দেখা যেতে পারে মর্মে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে।

সারণি ২.১: বৈশ্বিক অর্থনীতি: প্রবৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির হার

দেশ/অঞ্চল	প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি				মূল্যস্ফীতি			
	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ		প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
বিশ্ব	৩.৮	৩.৬	৩.৩	৩.৬	-	-	-	-
উন্নত অর্থনীতি	২.৪	২.২	১.৮	১.৭	১.৭	২.০	১.৬	২.১
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২.২	২.৯	২.৩	১.৯	২.১	২.৪	২.০	২.৭
ইউরো অঞ্চল	২.৪	১.৮	১.৩	১.৫	১.৫	১.৮	১.৩	১.৬
উদীয়মান ও উন্নয়শীল এশিয়া	৬.৬	৬.৪	৬.৩	৬.৩	২.৪	২.৬	২.৮	৩.১
চীন	৬.৮	৬.৬	৬.৩	৬.১	১.৬	২.১	২.৩	২.৫
ভারত	৭.২	৭.১	৭.৩	৭.৫	৩.৬	৩.৫	৩.৯	৪.২
মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা এবং অন্যান্য "এ"	২.২	১.৮	১.৫	৩.২	৬.৪	১০.৪	৯.৭	৯.৩

উৎস: ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০১৯, আইএমএফ;"এ"= আফগানিস্থান এবং পাকিস্থান

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির গতিধারা ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

প্রকৃত খাত

২.৭ বাংলাদেশ বিগত ১ দশক ধরে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করছে। বিগত ৫ বছরে (২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮) গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.০ শতাংশ। চাহিদার দিক থেকে জিডিপি'র এই উচ্চ হারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রেখেছে মূলত: বেসরকারি ভোগ, বিনিয়োগ এবং নীট রপ্তানি (সারণি ২.২)। অন্যদিকে যোগানের দিক থেকে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাত। বিগত ৫ বছরে বাৎসরিক ভিত্তিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত গড়ে ১০.৩ শতাংশ, কৃষি খাত গড়ে ৩.৫ শতাংশ এবং সেবা খাত গড়ে ৬.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি ২.৩)।

সারণি ২.২: চাহিদার দিক থেকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির খাতভিত্তিক অবদান

	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯সা
ব্যক্তি খাতে ভোগ	৪.০	৪.৩	৪.৫	৪.৭	৭.০	৩.৫
সরকারি খাতে ভোগ ব্যয়	০.৩	০.৩	০.৪	০.৪	০.৮	০.৫
বেসরকারি বিনিয়োগ	১.৫	১.৬	১.৮	২.০	২.২	১.৮
সরকারি বিনিয়োগ	০.৪	০.৫	০.৫	১.৩	১.৩	০.৯
নীট রপ্তানি	-০.২	-০.৩	-০.১	-০.৯	-৩.৬	১.৩
পরিসংখ্যানগত ভ্রান্তি	০.০	০.১	০.১	-০.১	০.২	০.১
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (শতাংশ)	৬.১	৬.৬	৭.১১	৭.২৮	৭.৮৬	৮.১৩

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, সা= সাময়িক

২.৮ চলতি অর্থবছরের মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ৭.৮ শতাংশ। তবে বর্তমান সময় পর্যন্ত রপ্তানি ও প্রবাস আয়ের ক্ষেত্রে চাঙ্গাভাব দেখা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে দ্রুত প্রবৃদ্ধির কারণে শহর এলাকার আনুষ্ঠানিক এবং গ্রামীণ অনানুষ্ঠানিক খাতসমূহের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিকভাবে সাউন্ড সামষ্টিক নীতি ও স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং যোগাযোগ খাতের মেগা প্রকল্পসমূহের সন্তোষজনক অগ্রগতি বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের গতি ত্বরান্বিত করেছে। অন্যদিকে, সরকারি খাতের নিয়োগ ও মজুরি বৃদ্ধির কারনে ব্যক্তিগত ভোগ এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর সাময়িক হিসেব অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ৮.১৩ শতাংশ অর্জিত হবে যা সাম্প্রতিককালে সর্বোচ্চ।

সারণি ২.৩: জিডিপি'র খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি

খাত	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯সা
কৃষি	৪.৪	৩.৩	২.৮	৩.০	৪.২	৩.৫
শিল্প	৮.২	৯.৭	১১.১	১০.২	১২.১	১৩.০
সেবা	৫.৬	৫.৮	৬.৩	৬.৭	৬.৪	৬.৫

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, সা:সাময়িক হিসাব

২.৯ বিবিএস-এর সাময়িক হিসেবমতে চলতি অর্থবছরে বিগত বছরের তুলনায় জিডিপির প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভাল সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। সার্বিক কৃষি খাত বিশেষ করে শস্য ও শাকসবজি, প্রাণিসম্পদ এবং বনজ সম্পদ খাতের উৎপাদন বিগত বছরের তুলনায় বেড়েছে। চলতি অর্থবছরে কৃষি ও বন উপখাতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ২.৬ শতাংশ। মৎস্য সম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে যা চলতি অর্থবছরে দাঁড়াবে ৬.৩ শতাংশ। অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রে বলা যায়, কৃষিখাতের সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির পিছনে কৃষি ঋণ বিতরণও ভূমিকা পালন করেছে। চলতি অর্থবছরে কৃষি ঋণ ও ফার্ম-বহির্ভূত গ্রামীণ ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ২১৮.০০ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে এপ্রিল পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে মোট ১৮৫.২৫ বিলিয়ন টাকা (৮৪.২ শতাংশ)। পাশাপাশি, চলতি অর্থবছরের প্রথম ৭ মাসে শিল্প উৎপাদনের সাধারণ সূচক বৃদ্ধি পেয়েছে ১১.০ শতাংশ যা শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণের বিষয়টি প্রতিফলিত করে।

২.১০ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রক্ষেপণ অনুসারে চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হিসাব করা হয়েছে ৮.১৩ শতাংশ যা বিবিএস এর সাময়িক হিসাবের মত একই। তাছাড়া, আগামী ২০১৯-২০, ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রক্ষেপণ করা হয়েছে যথাক্রমে ৮.২, ৮.৪ এবং ৮.৬ শতাংশ (চিত্র ২.১)। ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে যথাক্রমে ৫.৬, ১৩.৫ এবং ৬.৩ শতাংশ। ভৌত ও আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ ও বিভিন্ন সেক্টরে চলমান নানামুখী সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণের ফলে শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে মধ্যমেয়াদে জিডিপি প্রবৃদ্ধি গড়ে ৮.০ শতাংশের উপরে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

চিত্র ২.১: জিডিপি প্রবৃদ্ধি

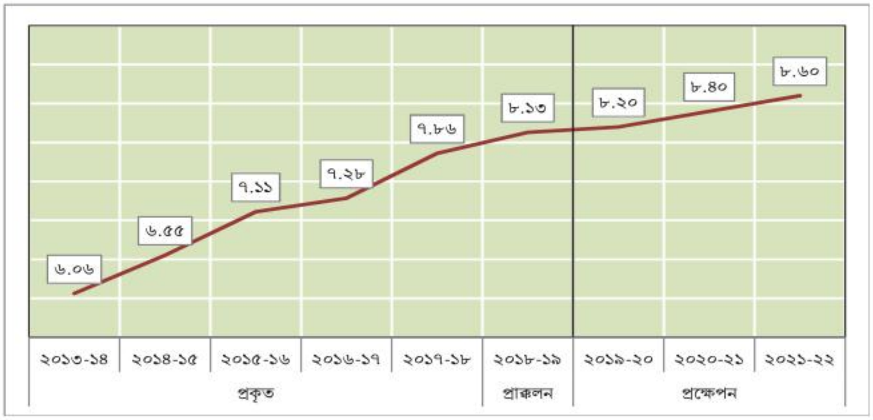

সূত্র:বিবিএস,অর্থবিভাগ

২.১১ সরকার সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে যাচ্ছে যাতে উন্নত অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা যায়। বর্তমানে মোট বিনিয়োগ জিডিপি'র ৩১.৬ শতাংশ যেখানে বেসরকারি ও সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ হলো যথাক্রমে ২৩.৪ ও ৮.২ শতাংশ। কিন্তু, মধ্যমেয়াদে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৮.৬ শতাংশ অর্জনের জন্য এ বিনিয়োগ যথেষ্ট নয়। চলতি অর্থবছরে এডিপি অর্থছাড়ের প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তিসমূহের অবদান বিবেচনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ জিডিপি'র ৩৪.৪ শতাংশ হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে যেখানে বেসরকারি এবং সরকারি বিনিয়োগের হার হবে যথাক্রমে ২৫.৪ এবং ৯.০ শতাংশ।

২.১২ বার মাসের গড় এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার মার্চ ২০১৯ শেষে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫.৫ ও ৫.৬ শতাংশ, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল যথাক্রমে ৫.৮ ও ৫.৭ শতাংশ। পয়েন্ট টু পয়েন্ট খাদ্য মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে বিগত নভেম্বর, ২০১৮ মাসের পর হতে কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অন্যদিকে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতির কারণে চলতি অর্থবছরের শুরুর দিকে খাদ্য-বর্হিভূত মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা

থাকলেও বর্তমানে তা স্থিতিশীল রয়েছে। পয়েন্ট টু পয়েন্ট খাদ্য মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাচ্ছে এবং খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে কিছুটা উর্ধ্বমুখী গতিধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সন্তোষজনক কৃষি উৎপাদনের ফলে খাদ্য পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল থাকায় চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশের যথেষ্ট নিচে (৫.৫ শতাংশ) থাকবে মর্মে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে। অনুরূপভাবে মধ্যমেয়াদে মূল্যস্ফীতি একই রকম থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

চিত্র ২.২: মূল্যস্ফীতি

সূত্র:বিবিএস,অর্থবিভাগ

রাজস্ব খাত

২.১৩ অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের মাত্রা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার নানামুখী কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাজস্ব আয়ের পরিমাণ প্রতি বছর বৃদ্ধি পেলেও জিডিপি'র সাপেক্ষে রাজস্ব আয়ের স্থিতিস্থাপকতা-এর মান কম। বর্তমানে বাংলাদেশের রাজস্ব /জিডিপি অনুপাত প্রতিবেশী ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক কম। ফলে সামগ্রিকভাবে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ভ্যাট ও কর আদায় পদ্ধতিসহ বন্ডেড ওয়ার হাউজের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। আগামী ১লা জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। নুতন কাষ্টমস আইন, ২০১৯ প্রনয়ণ কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্যান্য যেসব সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা এই নীতি-বিবৃতির চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লেখ করা রয়েছে। প্রত্যাশা করা যাচ্ছে রাজস্ব ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন, কর-ভিত্তির সম্প্রসারণ, কর পরিপালনে উন্নতিসাধন এবং আইন ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কার উচ্চ রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করবে এবং মধ্যমেয়াদে প্রতিবছর রাজস্ব আহরণ জিডিপি'র অনুপাতে ০.৪০ শতাংশ বিন্দু বৃদ্ধি পাবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

২.১৪ সরকারের ব্যয় ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হলো দ্ররিদ্যবান্ধব ও অন্তর্ভূক্তিমূলক রাজস্ব নীতির মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার মাধ্যমে বেসরকারি ও সরকারি উভয় বিনিয়োগ গতিশীল করা যাতে করে অবকাঠামোগত ঘাটতি হ্রাস, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সেইসাথে, ঋণ-জিডিপি অনুপাত ন্যূনতম স্তরে রাখার জন্য বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫ শতাংশে সীমিত রাখার নীতিও অনুসৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে জিডিপি'র অনুপাতে সরকারি ব্যয়ের আকার শুরু থেকেই তুলনামূলকভাবে কম। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে জিডিপি'র অনুপাতে সরকারি ব্যয়ের আকার ছিল মাত্র ১৪.৩ শতাংশ এবং চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে যা ১৭.৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে এই হার জিডিপি'র ১৮.৮ শতাংশে উন্নীতকরণের পরিকল্পনা রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে জিডিপি'র অনুপাতে প্রকৃত বাজেট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৪.৭ শতাংশ। মধ্যমেয়াদে এই হার জিডিপি'র ৫ শতাংশেই সীমাবদ্ধ থাকবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

২.১৫ সরকারি সেবা প্রদান কার্যক্রমের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নানামূখী সংস্কার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী iBAS পদ্ধতির পরিবর্তে নুতন $iBAS^{++}$ পদ্ধতি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সরকারি আর্থিক পরিসংখ্যান (GFS)-এর ক্ষেত্রে উন্নত রিপোর্টিং পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে নতুন ৫৬ কোড বিশিষ্ট হিসাব পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অর্থ জি টু পি পদ্ধতিতে সুবিধাভোগীগণের নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে। সরকারি চাকুরিজীবিগণের বেতন ও পেনশন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (ইএফটি) প্রদান করা হচ্ছে।

মুদ্রা ও ঋণ খাত

২.১৬ বাংলাদেশের মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্য হলো মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জনের মাধ্যমে উৎপাদন ও কর্মসৃজনের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখা। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রা ও আর্থিক নীতি মূলত: ২০৩০ সাল নাগাদ এসডিজি অর্জনকে গুরুত্ব প্রদান করছে এবং পাশাপশি সরকারের মধ্য ও দীর্ঘকালীন বাজার উন্নয়ন এজেন্ডার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্য ও আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মাধ্যমে দীর্ঘকালীন অগ্রাধিকার ভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি এজেন্ডা বাস্তবায়ন। বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষিত সাম্প্রতিক আর্থিক ও মুদ্রানীতি বিবৃতিতে সরকারের প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মানসম্পন্ন ও পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরিণ ঝুঁকি বিবেচনায় অভ্যন্তরীণ ও বহি:স্থ আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি জানুয়ারি ২০১৯ অনুযায়ী রেপো ও রিজার্ভ রেপো রেট যথাক্রমে ৬.০ ও ৪.৭৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তাছাড়া, বর্তমান জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (৮.১৩ শতাংশ) ও মূল্যস্ফীতি হার (৫.৫ শতাংশ) অর্জনের জন্য ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ ও অভ্যন্তরীন ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১২.০ ও ১৫.৯ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

২.১৭ ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের (M_2) প্রবৃদ্ধি মার্চ, ২০১৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.১৯ শতাংশ যা বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিবৃতির লক্ষ্যমাত্রার (১২.০) চেয়ে কম। অন্যদিকে একই সময়ে রিজার্ভ মুদ্রা হ্রাস পেয়েছে -৩.৭০ শতাংশ যা মুদ্রানীতির লক্ষ্যমাত্রার (৭.০ শতাংশ) চেয়ে অনেক কম। প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রা ও আর্থিক নীতি মূলত: শিল্প, কৃষি এবং সেবা খাতে অধিক ও উন্নত কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজসমূহকে ঋণ সহায়তা প্রদানে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। বিগত বছরের ন্যায় ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে সরকারের ঋণ গ্রহণ লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়েছে বিধায় ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের ঋণ গ্রহণ সংযত থাকায় বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের পরিসর প্রশস্ত হয়েছে। বেসরকারি খাতের ঋণ ও সরকারি খাতের ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি জুন ২০১৮ এর তুলনায় মার্চ ২০১৯ সময়কালে যথাক্রমে ৭.৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি ও -২.৫১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। সার্বিক বিষয় বিবেচনায় বর্তমান অর্থবছরে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ১৬.৫ শতাংশ হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। এ সকল চলক মধ্যমেয়াদে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেতে পারে।

২.১৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর-মার্চ সময়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমানতের সুদের হার (ভারিত গড়)-এর ক্ষেত্রে কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও ঋণের সুদের হারে (ভারিত গড়) নমনীয় ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একই সময়ে ঋণ ও আমানতের সুদের হার ব্যবধান কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। মার্চ, ২০১৯ এর শেষে সকল ব্যাংকের ঋণ এবং আমানতের সুদের হারের ভাড়িত গড় ব্যবধান সামান্য হ্রাস পেয়ে ৪.১৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং একই সময়ে ব্যাংক বর্হিভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এই ব্যবধান হ্রাস পেয়ে ২.৩২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। শ্রেণিকৃত ঋণের হার ডিসেম্বর, ২০১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ১০.৩ শতাংশ, যা বিগত সেপ্টেম্বর, ২০১৮ এর তুলনায় ১.১৫ শতাংশ বিন্দু কম।

২.১৯ মধ্যমেয়াদে আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে মূল্য স্থিতিশীলতা, অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এবং বহিঃখাতে স্থিতিশীলতার বিষয়গুলো অর্জনই প্রাধান্য পাবে। বিশেষ করে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ (M2) ও ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা আর্থিক মুদ্রানীতি বিবৃতির অনুরূপ থাকবে যা মূল্যস্ফীতি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে। এছাড়া, বৈদেশিক মুদ্রা বাজারকে কার্যকর এবং বহিঃখাতের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে মুদ্রা বিনিময় হার প্রায় নমনীয় থাকবে।

বহিঃখাত

২.২০ বিশ্ব বাণিজ্যে ২০১৭ সালে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পর ২০১৮ সালে মন্থর গতি ছিল এবং এই সময়ে প্রবৃদ্ধির হার ৫.৪ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ৩.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি ২০১৯ সালে আবারো হ্রাস পেয়ে ৩.৪ শতাংশে এবং ২০২০ সালে কিছুটা পুনরুদ্ধার পেয়ে ৩.৯ শতাংশে দাড়াবে। ২০২০ এবং তার পরবর্তী বছরে উন্নত দেশগুলোতে মূলধন ব্যয়ে ধীরগতি থাকবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হলেও উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে বিনিয়োগের পুনরুদ্ধার হওয়ায় বাণিজ্য প্রবৃদ্ধিতে পরবর্তী বছরগুলোতে ২০১৮ সালের ন্যায় একই ধারা বজায় থাকবে।

২.২১ চলতি অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে রপ্তানির পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩.৯৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা সময়ে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.৬১ শতাংশ বেশি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান দুটি বাজার যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউতে রপ্তানির ক্ষেত্রে ধনাত্মক ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং এ দুটি বাজারে চলতি অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল